মেহেরপুরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা একদিনে আক্রান্ত ৭৫! মৃত্যু ৬

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ৭৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলায় ৩২ জন, গাংনীতে ৩৯ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। একই দিনে মারা গেছেন ছয় জন।

রবিবার রাতে মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ১৫৯টি। তারমধ্যে ৭৫জন করোনা পজিটিভ।

এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ৪৩০ জন। তার মধ্যে সদরে ১৭৯ জন, গাংনীতে ১৬২ জন এবং মুজিবনগরে ৮৯ জন। এ পর্যন্ত মেহেরপুরে মারা গেছেন ৪৬ জন।

এসময় তিনি সবাইকে সামাজিক দূরত্ব, নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস, মাস্ক ব্যবহার, জন সমাগম এড়িয়ে এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহবান জানান।

আমের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিতের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

আমের ন্যায্য মুল্যে নিশ্চিতের দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে বাগানী ও ব্যবসায়ীরা। রবিবার সকালে সদর উপজেলার কাশিমপুর গ্রামে আম বাগানের সামনে এ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে অংশ নেই ওই এলাকার শতাধিক বাগানী ও ব্যবসায়ীরা।

এসময় আম বাগানী সাহেব আলী জোয়ার্দ্দার, বুলবুল আহম্মেদ বাপ্পী, রেজাউল করিম রাজা, মতিয়ার রহমান, মোদাচ্ছের হোসেন, আলী নুর জোয়ার্দ্দার, সন্টু জোয়ার্দ্দার, সাবু মন্ডলসহ অন্যান্যরা

বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী থেকে ব্যবসায়ী বুলবুল আহম্মেদ বাপ্পী বলেন, গত বছর আম্পানের কারণে এ এলাকার সকল আমগাছ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। যে কারণে গতবছর লোকসানের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। এ বছর আশা নিয়ে বাগান পরিচর্যা করেন তারা। কিন্তু লকডাউনের কারণে জেলার বাইরে থেকে কোন পাইকার আসছে না।

জেলার বিভিন্ন উপজেলাতেও আম পাঠানো যাচ্ছে না। যে কারণে প্রতিকেজি আম ১০ টাকা থেকে ২৫ টাকা দরে বিক্রি করতে হচ্ছে। এতে এবারও লোকসানের আশংকা করছে তারা। এ অবস্থায় আমের বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নত, পরিবহণ সুবিধা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠাতে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তারা।

ঝিনাইদহে তথ্য অফিসের প্রচারনায় গ্রামের মানুষ শিখছে ভাইরাস থেকে বাচার উপায়

ঝিনাইদহ শহরের পাশাপাশি গ্রামে এখন করোনা ভাইরাসে সংক্রমনের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে জেলা শহরের চেয়ে গ্রামে সংক্রমণ ও মৃত্যুর হার বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শহরের মানুষ কিছু টা সচেতন হলেও অধিকাংশ গ্রামের মানুষ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন নয়। অনেকে আবার কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন এবং ন্যূনতম সাবান দিয়ে হাত ধোয়া ও সামাজিক দূরত্ব কী, সে বিষয়েও অবগত নয়। এমন অবস্থায় গ্রামের মানুষকে এতটা অসচেতন দেখে মাঠে নেমেছে জেলা তথ্য অফিস।

প্রতিদিন সকাল ৯টার দিকে তথ্য অফিসের গাড়ী ও ইজি বাইক সহ ১০ টি গাড়ি প্রচার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। আর এ কাজ চলছে রাত পর্যন্ত। এসময় করোনা ভাইরাস কি ভাবে ছড়ায়, মাস্ক পরিধানের সুবিধা কি, সামাজিক দুরত্ন মেনে চলার দিক নির্দেশনাসহ সরকারি নানা বিধি-নিষেধ প্রচার করা হচ্ছে।

জেলা সদরের পোড়াহাটি ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের বৃদ্ধা মোছাঃ রাবেয়া খাতুন (৫৫) বলেন, শুধু শুনেছি মানুষের করোনা হচ্ছে। কিন্তু কি কারনে কি ভাবে এ অসুখ এক জনের থেকে অন্য জনের দেহে যায় জানতাম না। এমনকি এর থেকে বাচার উপায় কি এটাও জানা ছিলো না। একটি সাদা গাড়ি এসে আমাদের গ্রামে মাইকিং করে গেছে। এর পর জানতে পেরেছি এ রোগ কি জন্য হয়। আর এর থেকে বাচতে হলে আমাদের কি করতে হবে। তিনি বাড়ির সবাইকে এখন সচেতন থাকতে বলছেন।

জেলা তথ্য অফিসার আবুবকর সিদ্দীক জানান, শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও করোনা সংক্রমণ উর্ধ্বগতি। তাই শহরের পাশাপাশি গ্রামকে প্রাধান্য দিয়ে প্রচার কার্যক্রম চলছে। তথ্য অফিসের গাড়ী ও ইজিবাইক সহ ১০ টি যানে সড়ক প্রচার কাজ চলছে। তিনি আরো জানান, আঞ্চলিক ভাষায় মাইকিং করে গ্রামের মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

করোনাভাইরাস কীভাবে ছড়ায় ও কীভাবে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করা যা। গ্রামের অনেকেই কোয়ারেন্টিন, আইসোলেশন ও সামাজিক দূরত্ব সঙ্গে পরিচিত নয় আর এ জন্যই তাদের মধ্যে সচেতনতারও ঘাটতি ছিল। এজন্য আমাদের এ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

জীবননগরে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬জনের ১০হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে ৫ম দিনের মত চলছে লকডাউন ।লকডাউন না মানা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলায় -৬পথচারীকে১০হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ৯টার সময় জীবননগর পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে জীবননগর থানা পুলিশের সহযোগিতায় জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এস এম মুনিম লিংকন এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় লকডাউন না মানা ও স্বাস্থ্যবিধি না মেনে চলাচল করার অপধারে ৬ জন পথচারীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করেন ভ্রাম্যমান আদালত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)সাইফুল ইসলাম ।

আলমডাঙ্গায় হঠাৎ উধাও প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ

আলমডাঙ্গা উপজেলায় হঠাৎ করেই বেড়ে গেছে সর্দি-কাশি-জ্বরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। উপজেলার প্রায় ঘরে ঘরেই এখন এ ধরনের রোগী। তাদের মধ্যে জ্বর নিয়ে ভীতি থাকলেও করোনা পরীক্ষায় তেমন আগ্রহ নেই খোঁজ নিয়ে জানা গেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার বেশিরভাগ বাড়িতেই কেউ না কেউ জ্বর-কাশিতে আক্রান্ত। তবে করোনা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে অনেকেই চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছে না।

বাড়িতেই গোপনে চিকিৎসা নিচ্ছেন। আবার কেউ কেউ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে গিয়েও চিকিৎসা নিচ্ছেন। যার ফলে বিভিন্ন এলাকায় প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধসহ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সচেতনতা না থাকায় স্বাস্থ্যবিধি না মেনে অসুস্থ অবস্থায়ও হাটবাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন কেউ কেউ।উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে, শুরু থেকে রবিবার (২৭ জুন) পর্যন্ত উপজেলায় মোট ১৫২১ টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এতে রোগী শনাক্ত হয়েছেন ৪৮৮ জন। এই উপজেলায় এ পর্যন্ত মোট ২১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

জ্বর, ঠান্ডা ও গলাব্যথাসহ বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে গত এক সপ্তাহে বহির্বিভাগে ১৮০-২০০ জনের মতো রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পৌর এলাকার একটি মাদরাসার মুহতামিম (অধ্যক্ষ) জানান,গত তিন-চার দিন ধরে তিনি জ্বর-কাশিতে ভুগছেন। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ সেবনে কিছুটা উন্নতি হলেও পুরোপুরি সুস্থ হননি। কিছুই হবে না বলে করোনা পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হাদি জিয়াউর রহমান বলেন, এই উপজেলায় জ্বর-সর্দি কিছুটা বেড়েছে। অনেকেই করোনার উপসর্গ নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসছেন। তাদের বারবার করোনা নমুনা পরীক্ষা করতে বলা হচ্ছে। তবে জ্বর-সর্দিতে আক্রান্ত অনেকেই করোনা পরীক্ষায় আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তারা পরীক্ষা না করে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।করোনা মহামারির এই সময়ে যে কারণেই

সর্দি-কাশি-জ্বর দেখা দিক না কেন, অবহেলা না করে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন এই স্বাস্থ্য কর্মকর্তা।

গাংনীতে পাটখেতের সাথে শত্রুতা

জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে প্রতিপক্ষরা দেড় বিঘা জমির পাট খেত কেটে তছরুপ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। রোববার সকালে ওই পাটখেতে গিয়ে তছরুপের ঘটনাটি দেখতে পান শহিদুল ইসলাম। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিন্দা মাঠে।
শহিদুল ইসলাম জানান, বর্তমানে তিনি চৌগাছা গ্রামে বসবাস করছেন। হিন্দা গ্রামে তার পরিবার সুত্রে পাওয়া হিন্দা মৌজার আর এস ১৪১২ নং খতিয়ান ভুক্ত ৬৭৬ নং দাগের সাত বিঘা জমিতে পাটের আবাদ করেছেন। উক্ত আবাদের একাংশ (প্রায় দেড় বিঘা) জমি নিজেদের বলে দাবী করেন হিন্দা পশ্চিমপাড়ার আমিরুল ইসলাম ওরফে আমির ও তার শ্যালক নজরুল। বিভিন্ন সময়ে তারা নানা ভাবে হুমকি ধামকি দিয়ে আসছিল। এরাই জমির পাটখেত নষ্ট করেছে বলে তিনি ধারণা করছেন।
শহিদুল ইসলাম আরো জানান, গত ২১/০৪/২১ তারিখে নজরুলও তার লোকজন শহিদুলের দু’টি স্যালোমেশিন ভেঙ্গে দেয় । পরে আদালতে জমির দখল নিতেও মামলা করে। এ নিয়ে গ্রামে কয়েকবার শালিস বৈঠক হলেও তা নিষ্পত্তি হয়নি।
স্থানীয়রা জানায়, মানুষে মানুষে শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে ফসল তছরুপ একটি ন্যাক্কার জনক ঘটনা। এর বিচার না হলে কৃষকরা মাঠে আবাদ নিয়ে আতংকিত হয়ে পড়বে।
এ ব্যাপারে নজরুল ও আমিরুলের সাথে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের ব্যবহৃত মুঠো ফোন রিসিভ করেন নি।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, ফসল তছরুপের বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরে একদিনে করোনায় ছয় জনের মৃত্যু (আপডেট)

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে একদিনে ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ছয় জনই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।
রবিবার ভোরে জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫), সকাল ১০টার দিকে ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা এলাকার রোকনের স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫), এবং দুপুর ২টার দিকে মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামের জহুরা খাতুন (৯০) মারা যান। একই দিন বিকেলে সদর উপজেলার আশরাফপুর গ্রামের মোহন আলী (৬০) ও মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর গ্রামের আব্দুল গফুর (৭০), মারা যান। এ নিয়ে জেলাতে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৬ জনে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) মকলেছুর রহমান জানান, এই প্রথম একদিনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় জন মারা গেলেন। অধিকাংশ রোগী সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন। হাসপাতালে অক্সিজেনের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু সচেতনতার অভাবে শেষ সময়ে রোগীদের ভর্তি করাচ্ছেন। যাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন ৩০ থেকে ৪০ নেমে গেছে। ফলে চিকিৎসকদের করণীয় কিছুই থাকছে না।

আজ ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

মেহেরপুরের প্রবীণ ভাষা সৈনিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ত্ব ও মেহেরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ননী গোপাল ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী আজ।
গত বছরের এই দিন বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে নিজ শহরের হোটেলবাজারস্থ নিজ বাসভবনে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

প্রয়াত ননী গোপাল ভট্টাচার্যের ছেলে অঞ্চল ভট্টাচার্য জানান, করোনা মহামারির কারণে মৃত্যুবার্ষিকী কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হলো না। তিনি সকলের কাছে তার বাবার জন্য প্রার্থনা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরে করোনায় প্রাণ গেল আরও ৩ জনের

মেহেরপুরে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। রবিবার ভোরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুইজনের ও সকাল ১০ টার দিকে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের মেরিনা খাতুন (৩৫), মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের নজরুল ইসলাম (৫৫) ও চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার রোকন এর স্ত্রী রিনা খাতুন (৪৫)। এ নিয়ে করোনায় মেহেরপুরে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৩ জনে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মকলেছুর রহমান। এছাড়াও তিনি জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ৩৯ জন করোনায় আক্রান্ত রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছে এবং হলুদ জোনে (করোনা উপসর্গ) আরও ১৬ জন চিকিৎসাধীন আছে।

গাংনীতে মুক্তিপণ না পেয়ে শিশু হত্যা, দু’জন আটক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মিনাপাড়া গ্রামে মুক্তিপণের দাবিতে আবির হোসেন (১২) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে গাংনী থানা পুলিশের একটিদল